পাক্ষিক

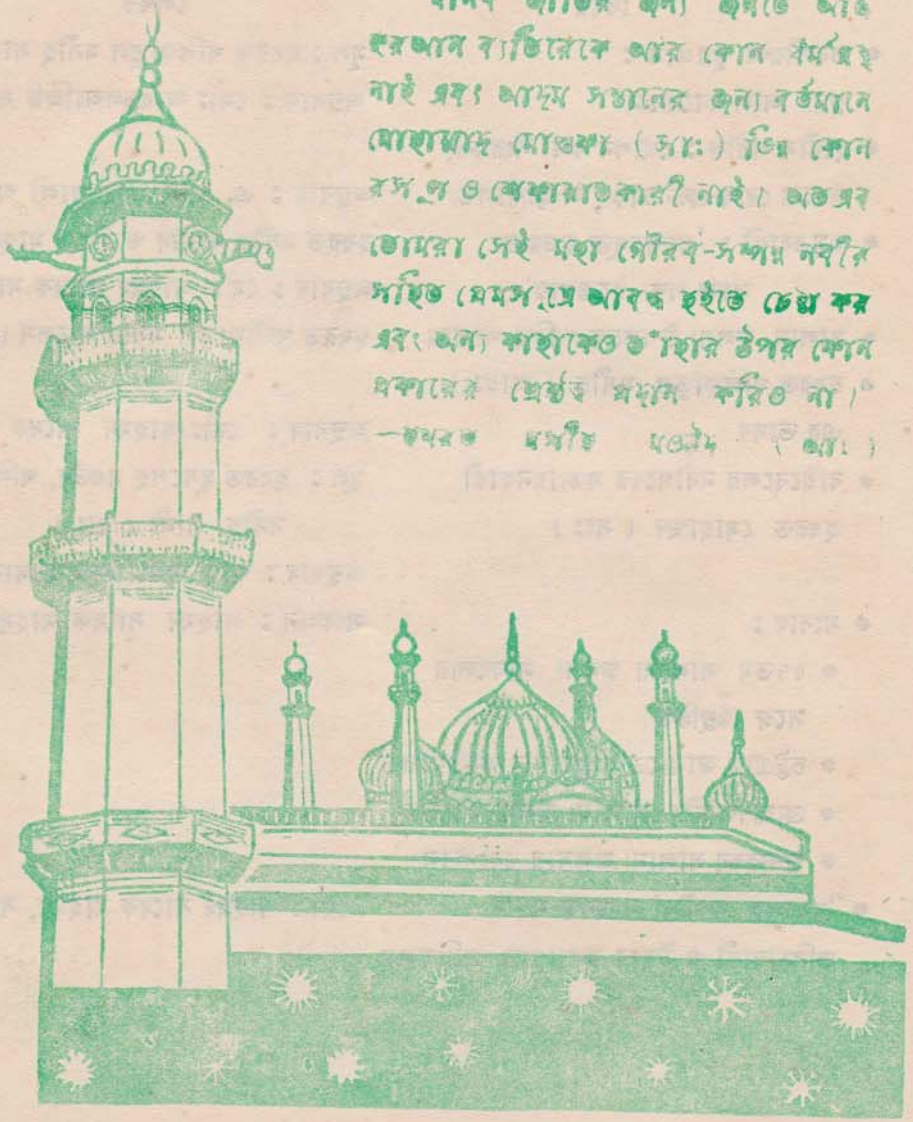

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ— এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২০ শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ বাংলা : ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং : ১২ই রবিঃ সানি, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সুরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুলআজিজ সাদেক	২
* হাদীস শরীফ : গোপন কথা সংরক্ষণ, অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢাকা, লজ্জাশীলতা'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার	৪
* অমৃতবাণী : 'সন্দেহমুক্ত হওয়ার সহজ পন্থা ইস্তেখার'—	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* সালানা জলসা উপলক্ষে পবিত্র পয়গাম	হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)	৮
* হযরত খলিফাতুল মসীহ (আইঃ)-এর ভাষণ	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)	মুল : হযরত মুসলেহ মওউদ, খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	১৩ ১৫
* সংবাদ :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* ৫৭তম সালানা জলসা সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত		
* চট্টগ্রাম জামাতে বুজুর্গানের কর্মতৎপরতা		
* ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সালানা জলসা অনুষ্ঠিত		
* সুন্দরবন সালানা জলসায় যোগদান		
* 'মুসলেহ মওউদ' সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার কল্যাণময় প্রতিফলন	মৌ : আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী	১৮

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নবপর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৬ বাংলা : ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ ইং : ২৯শে তবলীগ ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা-আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ কেহ এস্থলে এই আপত্তি করিয়াছে যে, আল্লাহতা'লা "ওলা আনা আবেদুম মা আবাদতুম" এর উত্তরে বলিয়াছেন "ওলা আনতুম আবেদুনা মা-আ'বুদ"। এখানে প্রশ্ন হয়। যে স্থলে প্রথম বাক্যে "মা"র পর "আবাদতুম" মাযির সিগা ব্যবহার করা হইয়াছে সেস্থলে দ্বিতীয় বাক্যে "ম আ'বুদ" মুযারেয়ার সেগা কেন ব্যবহার করা হইল, মাযির (অতীত কথা) সিগা কেন ব্যবহার করা হইল না? ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে এস্থলে মাযির অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই।

আল্লামা যমখশারীর অভিমত সমর্থনকারীগণ বলিয়াছেন যে ইহার কারণ এই যে কফেরগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে প্রতিমাপুঞ্জের এবাদত করিয়া আসিতেছিল কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) আবির্ভূত হওয়ার পর আল্লাহতায়ালার এবাদত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে মুযারেয়া (বর্তমানকাল)-এরসেগা ব্যবহার করা হইয়াছে; ক্রিয়া অতীত কালের ব্যবহার করা হয় নাই। উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধবাদীগণ ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে এবাদত দ্বারা কেবল এই নামাযই বুঝায় না যাহা আমরা পড়িয়া থাকি বরং প্রকৃত এবাদত হইতেছে আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস করা। এই হিসাবে সকল নবীই নিজেদের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী তাহাদের আবির্ভাবের পূর্বে এক খোদার উপর বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ বলা ঠিক নহে যে নবী করীম (সাঃ) এর জন্য এই কারণে মুযারেয়া (যদ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বুঝায়) ব্যবহৃত হইয়াছে যে তিনি আবির্ভাবে পূর্বে এক খোদার এবাদত করিতেন না। এক খোদার এবাদত দ্বারা সাধারণতঃ তাঁহার তৌহীদ স্বীকার করা

এবং উহার উপর কায়েম থাকা বুঝায়; আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁহার দাবীর পূর্বেও খোদার তৌহীদের উপর বিশ্বাসী এবং উহার উপর শক্তভাবে কায়েম ছিলেন। অতএব যেরূপভাবে কাফেরগণ আঁ-হযরত (সাঃ) এর দাবীর পূর্বে প্রতিমাপুঞ্জের এবাদত করিত অদ্রুপভাবে আঁ-হযরত (সাঃ) ও তাঁহার দাবীর পূর্বে এক খোদার এবাদত করিতেন; ইহা ঠিক যে, এবাদতের নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু এবাদতের নিয়ম ভিন্ন হওয়ার কারণে এবাদতকে এবাদতের গণ্ডি হইতে বাদ দেওয়া যায় না। হযরত মুসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামাযের পদ্ধতি পৃথক ছিল এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর নামাযের পদ্ধতি পৃথক ছিল। এই রূপেই হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এরও নামাযের পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। এতদসত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সকল নবীই খোদাতালার এবাদত করিতেন। উক্ত বিবরণের আলোতে মনে হইতেছে যে তফসীরকারগণের ব্যাখ্যাগুলির দরুন আসল বিষয়বস্তু কিছু এলোমেলো হইয়া গিয়াছে এবং পাঠকবৃন্দের জন্য প্রকৃক বিষয় উপলব্ধি করা দুস্কর হইয়া গিয়াছে। আমি এই সম্বন্ধে নিম্নে নিজের অভিমত লিখিতেছি ঃ

"লা" যাহার অর্থ "না" যখন বর্তমান ভবিষ্যতকালের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন ইহা দ্বারা সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে ভবিষ্যতকালকে বুঝায়। কেবল মাত্র মালেক ছাড়া, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা জরুরী নয়, তিনি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন—যেমন, আরবগণ বলিয়া থাকেন—'জা'আ যায়দুন লা ইয়াতাকাল্লামো"—'যায়েদ আসিল কিন্তু কথা কহিল না' (আকরাবুল মোয়ারেদ)। বুঝা গেল "লা ইয়াতাকাল্লামো" এস্থলে অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মালেকের এই অভিমত প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত অর্থের ব্যতিক্রম। তিনি যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন উহাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট রহিয়াছে ঃ

(১) 'লা' শব্দটি অন্য বাক্যের পরিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) উহা একটি মাযির সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে এবং অর্থের দিকদিয়া 'হাল' (বর্তমান) বুঝাইতেছে যদিও কালের দিক দিয়া ইহা বর্তমান কাল নহে। অর্থাৎ যে সময় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সময়ে একটি অতীত অবস্থার প্রতি নির্দেশ করা হইয়াছে, কোন পূর্ববর্তী সংঘটিত ঘটনার প্রতি নির্দেশ করা হয় নাই। এই সমস্ত প্রমাণ বর্তমান থাকাতে উক্ত প্রকারের ব্যবহারকে আমরা নিয়মের বাতিল কারক হিসাবে স্বীকার করিতে পারি না বরং ইহা স্বীকার করিব যে যখন কেবল বর্তমানকালের সঙ্গে 'লা' ব্যবহৃত না হইয়া আরও অন্যান্য শর্ত উহার সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন উহা বর্তমানকাল-এর অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু বর্তমানকালের সহিত "লা" ব্যবহৃত হইলে উহা শুধু ভবিষ্যতের অর্থেই ব্যবহৃত হইবে। সুতরাং এই আয়াতে "লা আ'বুদু"র অর্থ ইহাই হইবে যে, "আমি কখনও এবাদত করিব না"। দ্বিতীয় অক্ষর "মা" এই আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে। "মা" নেতিবাচক হওয়া ছাড়া উহা অর্থবোধক বিশেষ্যও হইতে পারে। তখন উহা "মাউসুলা"র অর্থে ব্যবহৃত হইবে অর্থাৎ উহার অর্থ "যাহা" বা "যাহার" হইবে। সাধারণতঃ ইহা বুদ্ধিহীন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত

হইয়া থাকে কিন্তু কোন কোন সময় বুদ্ধিসম্পন্ন বস্তুর জন্যও ইহা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ মানুষ, ফেরেশ্‌তা এবং আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন ইহার অর্থ 'মান' এর অর্থরূপে গ্রহণ করা হয় যাহা সাধারনতঃ প্রাণী ও বুদ্ধিসম্পন্ন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন কোন সময় যখন ক্রিয়ার পূর্বে 'মা' ব্যহৃত হয় তখন উহার অর্থ ধাতুগত অর্থে পরিবর্তীত হইয়া যায়, যেমন কুরআনে আসিয়াছে "ওয়া আওসানি বিসসালাতে ওয়ায যাকাতে মা দুমতু হাইয়া" (মরিয়ম ২ রুকু)। হযরত মসিহ (আঃ) বলিতেছেন যে খোদাতা'লা আমাকে যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি নামায পড়ার ও যাকাত দেওয়ার তাগিদ করিয়াছেন। এস্থলে 'মা' মাযির পর্বে ব্যবহৃত হইয়া মাযির অর্থ মসদরের অর্থে পরিবর্তীত করিয়া দিয়াছে। এইরূপে আরবগণ যখন বলে, 'লা আসহাবোকা মাদুমতু হাইয়া"—যদিও এস্থলে 'দুমতু' ক্রিয়া আসিয়াছে কিন্তু ইহার অর্থ হইবে "আজীবন"। তফসীরাধীন আয়াতে "মা তা'বোদূনা" মা আ'বুদু" "মা আবাদ্‌ত্তুম্‌" "মা আ'বুদু" চার স্থানে ইহা মসদরের অর্থেও. আবার 'মা' মাউসুলার অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে। এরূপে "মা" সাধারণ অর্থেও অর্থাৎ বুদ্ধিহীন বস্তুর জন্যও; আবার কোন কোন সময় সাধারণ ব্যবহৃত অর্থেও অর্থাৎ বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই সব ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াত 'লা আ'বুদু মা তা'বোদুনা"র অর্থ এই হইবে যে আমি কখনও ঐ সকল বস্তুর এবাদত করিব না যাহার তোমরা এবাদত করিতেছ, উহা বুদ্ধিসম্পন্ন হউক বা প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীনই হউক; অথবা যে নিয়মে তোমরা এবাদত কর সেই নিয়মে আমি কখনও এবাদত করিব না। (ধাতুগত অর্থ) "ওলা আনতুম আবেদুনা মা আ'বুদু"র অর্থ হইবে' এবং তোমরা এবাদত করিতে পারিবে না বা এবাদত করার ইচ্ছা কর না সেই খোদার, যাঁহার আমি এবাদত করি, অথবা তোমরা সেই পদ্ধতিতে এবাদত করিবে না বা করিবার ইচ্ছা রাখ না যে নিয়মে আমি এবাদত করি। এবং "ওলা আনা আবেদুম মা আবাদ্‌ত্তুম" এর অর্থ হইবে 'এবং আমি উহার এবাদত করার ইচ্ছা রাখি না বা এবাদত করিতে পারিব না যাহার তোমরা এবাদত কর বা করিতেছ'। "ওলা আনতুম আবেদুনা মা আ'বুদু" এর অর্থ হইবে "তোমরা উহার এবাদত করিতে পার না বা এবাদত করার ইচ্ছা রাখ না যাহার আমি এবাদত করিতেছি বা যে পদ্ধতিতে আমি এবাদত করিতেছি। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৮৪। গোপন কথা সংরক্ষনের ফজিলত এবং প্রকাশের নিন্দা।

৪৬২। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম তসরীফ আনিলেন। আমি বাহিরে ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে ছিলাম। তিনি (সাঃ) আমাদের সকলকে সালাম বলিলেন এবং আমাকে এক কাজের জন্য পাঠাইলেন। সে জন্য আমি দেরীতে আমার মায়ের কাছে পৌঁছিলাম। আমার মা আমাকে বিলম্বে আসার জন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে কোনো কাজে পাঠাইয়াছিলেন। আমার মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ কাজ কি ছিল ? আমি বলিলাম : 'একটি গোপন বিষয় ছিল'। আমার মা বলিলেন, "তবে হুজুরের (সাঃ) গোপন কথা কাহাকেও বলিবে না।" হযরত আনাস (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া ফরমাইলেন : "সাবেত, ঐ গোপন কথা কাহাকেও বলিবার হইলে তোমাকে জরুর বলিতাম।" ['মুসলিম' 'কিতাবুল ফাযাইয, 'বাবু ফাযাইলু আনাস বিন মালিক, ২:১৪২ পৃঃ]

৮৫। 'পর্দাপুশি—'অন্তর দোষ-ত্রুটি ঢাকা'

৪৬৩। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়ছেন : 'য ব্যক্তিই কোন মুসলমানের উদ্বেগ, অস্থিরতা ও দুঃখ দূর করে, আল্লাহতারালা কেয়ামতের দিন তাহার কষ্ট, তাহার অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূরীভূত করিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাব অনটন ক্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য সুখ-সুবিধা সরবরাহ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে, ইহকালে ও পরকালে সুখ-সুবিধা (আসানী) ও আরাম পৌঁছাইবেন। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোনো মুসলমানের 'পর্দা-পুষি করে, তাহার দোষ-ত্রুটি ঢাকে, আল্লাহতায়ালা 'দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার পর্দাপুশী করিবেন, তাহার দোষত্রুটি ঢাকিবেন। আল্লাহতায়ালা সেই ব্যক্তির সাহায্য করিতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার ভ্রাতার সাহায্যার্থে যত্নবান থাকে।" ['তিরমিযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সালাহ্, 'বাবু ফিস্ সাৎরে আলাল্ মুসলেমীন, ২:১৫ পৃঃ]

৪৬৪। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ইহা ফরমাইতে শোনিয়াছি : আমার সম্পূর্ণ উম্মত ক্ষমা পাইবে।

কিন্তু খোলাখুলি গোনাহ্ করে যাহারা,—এইরূপ বেহায়াদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। লাজ-লজ্জাহীণ কুকর্মের ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে, মানুষ রাত্রে কোন মন্দ কর্ম করে, আল্লাহ্-তায়ালা তাহার পর্দাপুশি করেন—তিনি উহাকে ঢাকেন, কিন্তু সে ভোরে উঠিয়া লোকদের বলিয়া বেড়ায় যে, রাত্রিতে সে এই কুকর্ম করিয়াছিল। আল্লাহতায়ালা ত্ তাহার পর্দাপুশি করেন, কিন্তু সে স্বয়ং তাহার পর্দা ফাস করে। ['বুখারী, সিৎরুল মুমেনে আলা নাকসেহি, ২ঃ৮ ৯৬পৃঃ]।

৪৬৫। হযরত উক্বাহ বিন্ আব্বামাহ আবুল হাশীম হইতে রিওয়াইত করিতে যাইয়া বলেন যে, কিছু লোক হযরত উকবা বিন আমের রাযিয়াল্লাহু আন্হুর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল যে তাহাদের কোনো কোনো প্রতিবেশী মদ্যপান করিয়া কুকর্ম করে। সময়াময়িক শাসকের নিকট কি তাহা জানাইবে? হযরত উকবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ফরমাইলেন : "না, আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই ফরমাইতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোনো 'আয়ের' (দোষ-ত্রুটী) দেখিয়া পর্দাপুশি করে, তাহার মিছাল দৃষ্টান্ত) এই যে, কবরে প্রোথিত কোনো জীবিত ব্যক্তিকে যেন সে কবর হইতে বাহির করিল'।" ['কিতাবুল-আদাবুল মুকরাদ্,' বাবু মান সাতারা মুসলিমান ; ১১৩ পৃঃ]

লজ্জা-শরম বা 'হায়া'

৪৬৬। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "ঈমান ষাট কি সত্তর অপেক্ষাও কিছু অধিক হিস্যায় বিভক্ত। তন্মধে সর্বোৎকৃষ্ট (আফযল) হইল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ['আল্লাহ বাদে উপাস্য আর কেহ নাই] বলা। ঈমানের সাধারণ ও সহজ অংশ হইল রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস দুর করা। 'হায়া' তথা লজ্জা-শরম ও ঈমানের এক অংশ।" ['মুসলিম,' 'কিতাবুল-ঈমান', 'বাবু শুয়ুবুল-ঈমান ;, ১ঃ২৯ পৃঃ]

৪৬৭। হযরত ইবনে মসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার প্রতি শরম থাকা চাই, যেমন নাকি তাঁহাকে লজ্জা করিবার হক রহিয়াছে।" সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন : আল্লাহ্-তায়ালার শোকর, তিনি আমাদিগকে তাঁহার লজ্জা দিয়াছেন।" হুজুর ফরমাইলেন : "এরূপ নহে, বরং যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার প্রতি লজ্জাশীল, সে তাহার মাথা এবং উহাতে রক্ষিত ধারণা সমূহের হিফাজত করিবে। পেট এবং উহাতে যে খাদ্য ভর্তি করে, তাহা সংরক্ষণ করিবে। মৃত্যু এবং পরীক্ষা (ইবতেলা) স্মরণ রাখিতে হইবে। যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রতি নজর রাখে, সে পার্থিব জীবনের শোভা-সোন্দর্যের খেয়াল পরিত্যাগ করে। সুতরাং যে এইরূপ জীবন অবলম্বন করে, সে নিশ্চতই আল্লাহতায়ালার শরম রাখে।" (তিরমিজি, সিফাতুল কিয়ামাহ্, পৃঃ ৫৯)।

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ) ঃ

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

সন্দেহমুক্ত হওয়ার সহজ পন্থা 'ইস্তেখারা'

[হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আলায়হেস সালাম তাঁহার দাবীর সত্যতা অনুধাবন করাইবার ব্যাপারে সত্যানুসন্ধিৎসুদিগের জন্য যে 'ইস্তেখারা'র (অর্থৎ প্রার্থনা মারফত আল্লাহর নিকট হইতে কোন ব্যাপারে ভাল-মন্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের) নিয়ম তাঁহার প্রণীত "নেশানে-আসমানী" পুস্তিকায় লিখিয়ছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। আমরা আশা করি যে, খোদা-ভীরু ও সত্যের সন্ধানকারীগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চেষ্টিত হইবেন।]

"এস্থলে এ বিষয়টিও তবলীগের উদ্দেশ্যে লিখিতেছি যে, সত্যান্বেষীগণ, যাঁহারা খোদা-তায়ালার শাস্তিকে ভয় করেন, তাহারা যেন বিনা অনুসন্ধানে এ যুগের মৌলবীদিগের পদানুসরণ না করেন, এবং পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আখেরী জামানায় মৌলবীদের সম্পর্কে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদনুসারে যেন তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন এবং তাহাদের ফতোয়াগুলি দেখিয়া বিস্মিত না হন। কেননা এই সমস্ত ফতোয়া নতুন কিছু নহে। এই অধম সম্পর্কে যদি কোন সন্দেহ হয়, অথবা এই অধমের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমি সন্দেহ দুরীকরণের জন্য একটি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্বারা আল্লাহ চাহেনত প্রকৃত সত্যান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তি সন্দেহ মুক্ত হইতে পারেন। তাহা এই যে প্রথমতঃ 'তৌবা নুসুহ্' (খাঁটিভাবে তৌবা) করিয়া রাত্রিকালে দুই রাকাত নামাজ আদায় করিবে, যাহার প্রথম রাকাতে সুরাহ ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একুশ বার সুরা এখলাস পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর তিনশত বার দরূদ শরীফ এবং তিনশত বার এস্তেগফার পাঠ করিয়া খোদাতা'লার নিকট এইভাবে দোয়া করিবে :—

"হে সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময়! তুমি গোপন বিষয় সমূহও অবগত আছ। আমরা সে সমুদয়ের কিছুই অবগত নহি। মনোনীত ও অমনোনীত, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত নহে। সুতরাং আমি একান্ত বিনীতভাবে তোমার সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ব্যক্তি যিনি মসীহ মাওউদ, মাহদী ও জামানার মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবীদার, তোমার নিকট তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তিনি কি সত্যবাদী ; তোমার মনোনীত না বিতাড়িত—এ

বিষয়টি তুমি নিজ ফজল ও অনুগ্রহে 'রুইয়া' (সত্য স্বপ্ন) বা 'কাশফ' (দিব্য দর্শন) কিংবা 'এলহাম' মারফতে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দাও। কারণ যদি তিনি তোমার মনোনীত না হন, তবে আমরা যেন পথভ্রষ্ট হইয়া না যাই। পক্ষান্তরে যদি তিনি তোমার মনোনীত এবং তোমার পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া এবং তাঁহার অবজ্ঞা ও অবমাননা করিয়া আমরা যেন ধ্বংস হইয়া না যাই। আমাদিগকে সর্বপ্রকার ফেতনা হইতে রক্ষা কর। তুমিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আমীন।"

এই 'এস্তেখারা' অন্ততপক্ষে দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্থায়ী রাখিতে হইবে, কিন্তু ইহা যেন মুক্ত ও খোলা মন লইয়া করা হয়, কারণ যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে বিদ্বেষপূর্ণ এবং সন্দিহান, সে যদি স্বপ্নের মাধ্যমে এমন কোন ব্যক্তির অবস্থা জানিতে চাহে, যাহাকে সে অত্যন্ত অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে শয়তান আসিয়া তাহার হৃদয়স্থিত অন্ধকার অনুযায়ী স্বীয় পক্ষ হইতে অন্ধকারপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করিয়া দেয় ফলে তাহার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা আরও খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং যদি তুমি খোদাতা'লা হইতে কোন বিষয় অবগত হইতে চাহ, তবে তুমি তোমার বক্ষকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা হইতে ধৌত করিয়া ফেল এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন লইয়া, বিদ্বেষ ও প্রীতিমূলক উভয় প্রকারের মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া খোদার নিকট পথ-প্রদর্শনের জন্য আলো প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তাঁহার ওয়াদানুযায়ী স্বীয় পক্ষ হইতে এরূপ আলো অবতারণ করিবেন, যাহার মধ্যে বাসনামূলক ধারণার অবকাশ থাকিবে না।

সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! এই মৌলবীগণের ফেতনায় নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিও না। উঠ এবং কিছু তপস্যা ও সাধনা করিয়া ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এবং পূর্ণ পথপ্রদর্শনকারী খোদাতা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। দেখ, এখন আমি এই রুহানী তবলীগও করিয়া দিলাম। এখন তোমাদের অভিরুচি। "ওস্‌সালামু আলা মানেত তাবায়াল হুদা।" (অর্থাৎ যাহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাহাদিগের উপর শান্তি বর্ষিত হউক)।

সত্যের প্রচারক—

(নেশানে আসমানী, ১৮৮২ খৃঃ)

(মির্যা) গোলাম আহমদ
(মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী)

অনুবাদ ঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,
সদর মুরুব্বী।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
৫৭তম সালানা জলসা উপলক্ষে

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম

প্রাণাধিক প্রিয় ভাই ও ভগ্নিগণ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আমি ইহা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আল্লাহতায়ালা এই জলসাকে অশেষ বরকতমণ্ডিত করুন এবং ইহাতে যোগদানকারীগণকে তৌফীক দান করুন যেন তাঁহারা ইহার বরকত ও কল্যাণ দ্বারা ভূষিত হন।

এই সুযোগে আমি আপনাদের দৃষ্টি এমন দুইটি বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে চাই যেগুলি হইতে সাবধান থাকিবার জন্য শেষ যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার রচনা, অমৃতবাণী এবং কবিতাসমূহের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দান করিয়াছেন। এই দুইটি মন্দ বিষয় হইতেছে অহঙ্কার এবং কু-ধারণা। ইহা স্মরণ রাখার বিষয় যে, যখন যুগ-ইমাম এবং আল্লাহর মনোনীত নবী নিজ অনুগামীগণকে কোন মন্দ বিষয় সম্বন্ধে সাবধান থাকিবার জন্য উপদেশ দেন তখন ইহার মর্ম এই হয় যে, সেই মন্দ বিষয় ঐ যুগে অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে বা করিবে।

অহঙ্কার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বহু উপদেশ রহিয়াছে। একস্থানে তিনি উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন:

"আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে তোমরা অহঙ্কার হইতে দূরে থাক, কারণ অহঙ্কার আমাদের প্রতাপশালী খোদার দৃষ্টিতে অতীব নিন্দনীয়। কিন্তু হয়ত তোমরা বুঝ না যে অহঙ্কার দ্বারা কি বুঝায়? সুতরাং তোমরা আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লও, কারণ আমি আল্লাহর প্রেরণায় জানিয়া থাকি।"

অতঃপর অহঙ্কার কি জিনিস ইহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:

"যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে এইজন্য হেয় মনে করে যে সে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বা পারদর্শী, সে-ও অহঙ্কারী, কারণ সে খোদাকে বুদ্ধি-জ্ঞানের উৎস বলিয়া বিশ্বাস করে না। খোদার কি এই ক্ষমতা নাই যে তাহাকে উন্মাদ করিয়া দিতে পারেন এবং তাহার

ভাইকে, যাহাকে সে তুচ্ছ মনে করিয়াছে, অধিক বুদ্ধিমান, অধিক জ্ঞানী ও অধিক পারদর্শী করিয়া দিতে পারেন? এইভাবে যে ব্যক্তি নিজ ধন-সম্পদ বা সম্মান ও ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করিয়া নিজের ভাইকে হেয় জ্ঞান করে, সে-ও অহঙ্কারী। কারণ, সে এই কথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এই সম্মান ও ঐশ্বর্য আল্লাহতা'লাই তাহাকে দান করিয়াছেন। সে অন্ধ, সে জানে না যে খোদাতা'লা সর্ব শক্তিমান, তিনি তাহার উপর এমন বিপদ নাযেল করিতে পারেন যাহার ফলে সে মূহুর্তের মধ্যে রসাতলে যাইতে পারে, এবং তাহার ভাইকে, যাহাকে সে হেয় জ্ঞান করে, তাহা অপেক্ষা অধিক ধন-সম্পদ দান করিতে পারেন। এইভাবে ঐ ব্যক্তিও অহঙ্কারী যে নিজ শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর অহঙ্কার করে বা নিজ রূপ ও সৌন্দর্য এবং শক্তি ও ক্ষমতার উপর গৌরব করে এবং তাহার ভ্রাতাকে হাসি বিদ্রূপ করিয়া অপমানজনক নাম ধরিয়া ডাকে এবং তাহার শারীরিক দোষ-ত্রুটি লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায় এবং সে সেই খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞান, যিনি নিমিষের মধ্যে তাহার দেহকে এমন বিকৃত করিয়া দিতে পারেন যাহার ফলে সে তাহার ভ্রাতা অপেক্ষা কুৎসিত হইয়া যাইতে পারে এবং যাহাকে সে ঘৃণা করিয়াছিল তাহার দেহকে তিনি এমন আশীষমণ্ডিত করিতে পারেন যাহা সদা অক্ষুন্ন থাকিবে, কারণ তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন। এইভাবে ঐ ব্যক্তিও অহঙ্কারী যে নিজ শক্তিসমূহের উপর ভরসা করিয়া দোয়া করার ব্যাপারে অলস, কারণ সে শক্তি ও ক্ষমতা সমুহের উৎসকে চিনে নাই, বরং নিজেকে বড় বলিয়া মনে করে। অতএব, হে প্রিয় ভাইগণ! তোমরা এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও যাহাতে তোমরা তোমাদের অজ্ঞাতসারে খোদার দৃষ্টিতে অহঙ্কারী হইয়া না যাও।" তিনি পুনরায় বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি অহংকারের সহিত তাহার ভ্রাতার কোন ভুল শব্দের সংশোধন করে সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কথা বিনয়ের সহিত শ্রবণ করিতে চাহে না বরং মুখ ফিরাইয়া লয়, সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ভাই নিকটে বসিলে ঘৃণা বোধ করে, সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি দোয়ায় রত ব্যক্তিকে হাসি-বিদ্রূপের দৃষ্টিতে দেখে, সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত বান্দার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিতে চাহে না, সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত বান্দার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে না এবং তাঁহার পুস্তকাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে না, সে-ও অহঙ্কারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং চেষ্টা কর যাহাতে কোন প্রকারের অহঙ্কার তোমাদের মধ্যে পাওয়া না যায়, যেন তোমরা ধ্বংস হইয়া না যাও এবং যেন তোমরা পরিবারবর্গ, সন্তান-সন্ততিসহ নাজাত পাও।"

দ্বিতীয় মন্দ বিষয় যাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আমাদিগকে পুনঃপুনঃ উপদেশ দান করিয়াছেন উহা হইতেছে কুধারণা।

তিনি বলিয়াছেন :

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে কুধারণা একটি ভয়াবহ বিপদ যাহা মানুষের ঈমানকে বিনাশ করিয়া দেয়, সততা ও সাধুতা হইতে দূরে সরাইয়া ফেলে এবং মিত্রকে শত্রু করিয়া দেয়। সিদ্দীকের মর্যাদালাভের জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় যেন মানুষ কুধারণা হইতে বহু দূরে থাকে। যদি কাহারো সম্বন্ধে অন্তরে কুধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে বহুল পরিমাণে এস্তেগফার পাঠ করা এবং আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করা উচিত যেন সে কুধারণা প্রসূত পাপ ও উহার মন্দ পরিণাম হইতে রক্ষা পাইতে পারে।"

"ইহা কোন সময়ই সাধারণ ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। বস্তুতঃ ইহা অতি মারাত্মক ব্যাধি যদ্বারা মানুষ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়। মোটের উপর, কুধারণা মানুষকে বিনাশ করিয়া ফেলে, এমন কি ইহা বলা হইয়াছে যে জাহান্নামবাসীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন আল্লাহতা'লা তাহাদিগকে বলিবেন যে তোমরা খোদা সম্বন্ধে কুধারণা করিয়াছিলে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন :

"কুধারণা এমন এক ব্যাধি এবং গুরুতর বিপত্তি যে ইহা মানুষকে অন্ধ করিয়া ধ্বংসের অন্ধকারময় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এই কুধারণার কারণেই জাহান্নামের এক বড় অংশ বরং যদি বলি যে সম্পূর্ণই ভরিয়া যাইবে, অত্যুক্তি হইবে না।"

তিনি তাঁহার কবিতায় কুধারণা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

"যাহারা কুধারণায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাক্ওয়া হইতে তাহারা অনেক দূরে সরিয়া যায়।।
কথায় তাহারা অসতর্ক হইয়া পড়ে এবং সর্বজ্ঞ খোদাকে অসন্তুষ্ট করে।।
একটি কথা বলিয়া তাহারা সব কাজ নষ্ট করে ; পরে তাহারা অহঙ্কারের বীজ সদা বপন করে।"

অতঃপর তিনি তাঁহার অনুগামীগণকে উপদেশ দিয়াছেন যে :

"মন্দকে দেখিয়াও তোমরা কুধারণা হইতে দূরে থাক ; বিশ্ব-স্রষ্টার অসন্তুষ্টিকে তোমরা সদা ভয় কর।।

তোমাদের চক্ষু ভুল করিতে পারে। আসলে যাহা মন্দ তোমরা তাহা মন্দ বলিয়া না-ও ভাবিতে পার।।

হয়তো তোমাদের বুঝিবার ত্রুটি হইতে পারে। বা তোমাদের পরম গৌরবান্বিত রবের পক্ষ হইতে পরীক্ষা হইতে পারে।।

তোমরা নিজেদের কুধারণায় নিজেরাই ধ্বংস হইলে। পবিত্র খোদার ক্রোধ তোমরা নিজেদের মস্তকে নিজেরাই টানিয়া আনিলে।।"

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর অনুগামী হওয়ার জন্য আমাদের উপর মহান কর্তব্য ন্যাস্ত হইয়াছে, যেন আমরা আমাদের অঞ্চলকে উল্লেখিত দুই প্রকার মন্দ হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখি ; একে অপর সম্বন্ধে কুধারণা না করি ; এক ভাই অপর ভাইকে যেন অহঙ্কার ও ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখি ; একে অপরের সঙ্গে যেন মহব্বত ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করি ; পরস্পর স্নেহ, মমতা, নম্রতা, উদারতা এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে দৃঢ় সম্পর্ক গড়িয়া তুলি।

খোদার দিকে ঝুঁকিয়া পড় এবং পৃথিবীতে কাহাকেও যত ভয় করা সম্ভব, তত ভয় তোমরা সর্বশক্তিমান খোদাকে কর। পবিত্র-চিত্ত হও এবং পবিত্র ইচ্ছা-কামনা পোষণ কর। বিনয় ও দীনতা অবলম্বন কর এবং অন্যের অহিত সাধন হইতে বিরত থাক, যেন আমাদের করুণাময় খোদা আমাদের উপর রহম ও মহব্বতপূর্ণ সদয় দৃষ্টিপাত করেন।

আপনাদের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির জন্য আমি হৃদয়ে পরম স্নেহ-মমতা ও মহব্বত পোষণ করি। বাহ্যতঃ যদিও আমরা একে অপর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়া আমরা পরস্পর একান্ত নিকটে আছি। কেননা আমাদের সত্ত্বা অভিন্ন এবং আমরা সকলেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর পবিত্র বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা; আপনারা উদ্বিগ্ন হইলে আমিও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি ; আপনাদের উদ্বিগ্নতায় আমি আকুল হইয়া উঠি। আমি আপনাদের সকলকে দোয়ার মধ্যে স্মরণ করি। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে সর্ব প্রকার অশান্তি ও দুঃখ হইতে নিরাপদে রাখুন এবং ইহকালের ও পরকালের সকল কল্যাণ দ্বারা ভূষিত করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম—

মির্যা নাসের আহমদ
খলীফাতুল মসিহ সালেস
৯/২/১৩৫৯হিঃ। ১৯৮০খৃঃ

স্মরণিকা স্মরণিকা স্মরণিকা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে জামাতে আহমদীয়ার প্রখ্যাত লেখকগণ কতৃক ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে লিখিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে সমৃদ্ধ, আকর্ষণীয় ছবিসহ উন্নতমানের কাগজে সম্প্রতি বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার 'স্মরণিকা' বের হয়েছে। সীমিত সংখ্যক কপি মওজুদ আছে। মূল্য—১৫০০টাকা।

সত্বর আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ,
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা।

৮৭তম কেন্দ্রীয় বিশ্ব সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:)-এর ভাষণ

"যদি আপনারা জামাত ও জাতি হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে চাহেন তাহলে 'আল-ফজল' (জামাতের কেন্দ্রীয় দৈনিক পত্রিকা) নিজে ক্রয় করিয়া পড়ুন।"

"জামাতি নেযামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আহমদী যেন কোন বই পুস্তক প্রকাশ না করে।"

রাবওয়া. ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ইং—জামাতে আহমদীয়ার ৮৭তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে জামাতের সকলকে তাকিদের সহিত বলেন, যদি আপনারা জামাত ও জাতি হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে চাহেন, তাহা হইলে 'দৈনিক আল-ফজল' ক্রয় করিয়া পাঠ করুন। হুজুর বলেন, যদি 'আল-ফজলে' একটিও উচ্চ পর্যায়ের প্রবন্ধ অথবা একটিও কোন নুতন কথা বা তত্ব প্রকাশিত হয় তাহা হইলে উহা সংগ্রহ করিয়া আপনাদের পাঠ কর উচিত। সেজন্য আল-ফজল নিজে খরিদ করিয়া পড়ুন এবং কোন একটিও কাজের কথা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবেন না।

হুজুর এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, আমাদের জামাতের মধ্যে যে দৈনিক এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয়, বোধ হয় সে গুলির দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না অথবা যত সংখ্যায় যেরূপ ব্যক্তিরা আমাদের জীবনের চাহিদা ও দায়িত্বানুযায়ী লিখিতে পারেন, বর্তমান অবস্থায় তত সংখ্যায় ঐরূপ ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছেন না। হুজুর বলেন, ইহা সত্বেও অবশ্য একটি কথা আছে এবং সেইটি এই যে ইউরোপ এবং ইংল্যাণ্ডে যদি কোন ব্যক্তি একটিও কথা ছাপাইয়া জাতির সমক্ষে পেশ করে, জাতি সেটিকে মাথায় তুলিয়া নেয়। যদি দশ কোটি মানুষের মধ্যে দশ হাজার মানুষ প্রয়োজনীয় তত্ব ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সেই জাতির নিকটে দশ হাজার নুতন জ্ঞান-তত্বের ভাণ্ডার সঞ্চিত হইবে। হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন, যদি আপনারা সচেষ্ট হন, তাহা হইলে সকল দুর্বলতা সত্বেও আপনারা প্রতিটি সংখ্যায় কমপক্ষে এরূপ একটি কথা হইলেও প্রকাশ করিতে পারেন যাহা পূর্বে ঐ রঙে জানা ছিল না।

হুজুর এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এহ্ইয়ায়ে ইসলাম' তথা ইসলামের পুণর্জিবনের জন্য উক্ত প্রকারের বহু কথা মানুষের জ্ঞানগোচর হওয়া জরুরী। সেইজন্য জামাতের বন্ধুদের জামাতি এবং অর্ধ-জামাতি পত্রিকাসমূহ খরিদ করা উচিত। (পুস্তক-প্রবন্ধ প্রণয়ন সম্বন্ধে জামাতী নিয়ম পালন করিয়া চলার জন্য হুজুরের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ 'আহমদী'র বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

অনুবাদ : মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চার নম্বর তসদিক

চার নম্বর তসদিক হচ্ছে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এলহাম সম্পর্কে। হযরত সোলায়মান (আঃ) 'পরমগীত'-এর মধ্যে বলছেন: "আমার প্রিয়তম রক্তিম ও গৌরবর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে ঝাণ্ডার মত অগ্রগণ্য। তাঁহার মস্তক নির্মল স্বর্ণের ন্যায়; তাঁহার কেশপাশ কুঞ্চিত ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নয়নযুগল জল প্রণালীর কিনারে কপোতযুগলের ন্যায়, যাহারা দুগ্ধে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট। তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ওষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ; তাঁহার ওষ্ঠাধর শোসন পুষ্পের ন্যায়, দ্রব গন্ধরস রক্ষণকারী। তাঁহার হস্ত বৈদূর্যমনিতে খচিত স্বর্ণের অঙ্গুরীয় স্বরূপ; তাঁহার দেহ নীলকান্ত মনিতে খচিত গজদন্তময় শিল্পকর্মের ন্যায়। তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত প্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায়; তাঁহার দৃশ্য লেবাননের সদৃশ, এরস-বৃক্ষের ন্যায় উৎকর্ষমণ্ডিত। তাঁহার মুখ অতিশয় মধুর; হাঁ, তিনি সর্বতোভাবে মনোহর। অয়ি যেরুজালেমের কন্যাগণ! এই আমার প্রিয়তম, এই আমার সখা।" (পরম গীত-৫ঃ১০-১৬)

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হযরত সোলেমান (আঃ) রসুলে করীম (সাঃ)-এর 'রঙ' এর বর্ণনা দিয়েছেন যাহা ইতিহাস থেকে সাব্যস্ত হয় রক্তিম ও গৌরবর্ণ বলে। এ ছাড়া মক্কা বিজয়ের দৃশ্যও অঙ্কন করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি দশ হাজার লোক সহ বিজয়ী রূপে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দশ হাজার ব্যক্তি ঐ দশ হাজার পবিত্র আত্মা, যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এ ৩৩ঃ২-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে, যার আলোচনা করা হয়েছে তিন নম্বর তসদিকে। পরিশেষে তাঁর নাম বলা হয়েছে 'মোহাম্মদ'। এই নামকেই লুকাবার জন্য বাইবেলের অনুবাদকারীরা উর্দুতে —'এশক্‌আংগেজ' (এবং বাংলাতে—'সর্বতোভাবে মনোহর'—এবং ইংরেজিতে "He is altogether lovely"—অনুবাদক,) শব্দ লিখে দিয়েছেন। কিন্তু হিব্রু ভাষায় যে মূল শব্দ এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে যার উর্দু তরজমা 'আমি এখানে করছি, তা হচ্ছে—'হাঁ তিনি হচ্ছেন মোহাম্মাদিম'—'মোহাম্মাদিম'-এ 'ই' ও 'ম' আদবের খাতিরে পড়া হয়েছে। যেমন 'এল্‌ওয়াহ্' (অর্থ খোদা) শব্দটিকে বাইবেলে বহু জায়গায় 'এল্‌ওয়াহিম' লেখা হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে ঐ 'মোহাম্মাদিম'-এর অর্থ হচ্ছে 'হাঁ তিনি হচ্ছেন বুজুর্গ বা শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ।'

এমন কি, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত 'মোহাম্মদ'-এর অবির্ভাব সংক্রান্ত কিছু কিছু নিদর্শন প্রকাশিত হতে দেখে লোকেরা নিজেদের ছেলেদের নাম মোহাম্মদ রাখা শুরু করে দিয়েছিল। এমন কি এদের মধ্য থেকে জনৈক মোহাম্মদ বিন আহিহাকে সাহাবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। (আসাদুল গাবা, ২ খণ্ড) মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অহী এই ভবিষ্যদ্বাণীরও সত্যতা সাব্যস্ত করেছে! যদি মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপরে খোদাতায়ালার কালাম অবতীর্ণ না হতো, তাহলে সোলায়মান (আঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হতো। (ক্রমশঃ

অনুবাদঃ **শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান**

"মুসলেহ মওউদ" দিবস উদ্‌যাপন

২০শে ফেব্রুয়ারী—'মুসলেহ মওউদ' দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জামাতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জে উক্ত তারিখে বাদ মাগরিব আহমদীয়া মসজিদে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত দিবসের তাৎপর্য এবং 'মুসলেহ মওউদ' সক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

ঢাকা জামাতের উদ্যোগে উক্ত দিবস উপলক্ষে আগামী ৫ই মার্চ তারিখে বিকাল ৪ ঘটিকায় কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উহাতে মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান মূল্যবান ভাষণ দান করিবেন।

শুভ বিবাহ

সালানা জলসার শেষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরিব ঢাকা কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে মারকজ হইতে আগত বুজুর্গান ও মোহ্‌তাম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উপস্থিতিতে জনাব এ,টিএম, হক সাহেব (সেক্রেটারী, উম্মতের আ'মা, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া)-এর কন্যা মোছাঃ রাছুনা আখতারের সহিত ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া নিবাসী জামাতের প্রবীণ বুজুর্গ মরহুম গোলাম ছমদানী খাদেম সাহেবের সুযোগ্য পুত্র জনাব আফজাল আহমদ খাদেম সাহেবের শুভ বিবাহ ৩০,০০০/ (ত্রিশ হাজার টাকা) দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান ঢাকার সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং এজতেমায়ী দোওয়া করান মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব।

উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন।

শোক সংবাদ

নাটাই নিবাসী জনাব রফিক উল্লাহ সিকদার সাহেব প্রবীণ আহমদী গত ২৬শে ডিসেম্বর রাত প্রায় ১১টার সময় তাঁহার ছোট ছেলের (এনায়েত উল্লাহ সিকদার সাহেব) পাঠক পাড়াস্থ বাসায় এন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহ ... ... রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৯০ বৎসর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ নাটাই জনাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং জামাতের বহু খেদমত করিয়াছেন। তাঁহার রুহের মাগফেরাতের জন্য সকল ভাই-বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন রহিল।

নিবেদক—
এনায়েত উল্লাহ সিকদার

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
৫৭তম সালানা জলসা অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সারগর্ভ ও প্রীতিপূর্ণ পয়গাম। মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান ও অন্যান্য ওলামার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা। ঈমান, এলম ও মা'রেফাত, আত্মশুদ্ধি, ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও ইসলামের পুনঃ জীবন ও প্রাধান্য বিস্তারের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনার জ্বলন্ত নিদর্শন

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালানা জলসা ইসলামের পবিত্র কলেমাকে গৌরবান্বিত করার এক স্বর্গীয় নিদর্শন হিসাবে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং (মোতাবেক ২৭, ২৮ ও ২৯ রবিওআউয়াল ১৪০০হিঃ) রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার ৪নং বকসী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগে সামিয়ানায় সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এবার অনিবার্য কারণ বশতঃ মহিলা ও বালকগণ জলসায় যোগদান করিতে না পারিলেও বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত জামাতসমূহ হইতে আগত শুধু পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার। সুরম্য তৃতল মসজিদে মেহমানদের থাকার এবং জলসায় যোগদানকারী সকলের খাওয়ার সুবন্দবস্ত ৫দিন ব্যাপী অব্যহত থাকে। স্বেচ্ছাসেবী খোদ্দাম ও আনসার অদম্য উৎসাহ, মহব্বত ও শৃঙ্খলার সহিত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মেহমানদের সেবা-যত্নে এবং জলসার সার্বিক ব্যবস্থা-কার্যে সম্পূর্ণ সময় আত্ম-নিয়োগ করেন। 'ফাজাযাহুমুল্লাহু আহ্সানাল জাযা'।

৩ দিন ব্যাপী জলসায় পাঁচটি অধিবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ান রাবওয়া হইতে আগত প্রতিনিধিদলের প্রধান মোহতারম মির্যা আব্দুল হক সাহেব, (আমীর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান)। তিনি সুরা আলে ইমরানের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিয়া তকওয়া, ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং নেজামে-খেলাফতের সহিত দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন।

জুমার নামাজের পর ২-১৫ মিনিটে সালানা জলসার প্রথম অধিবেশন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআনে করীম তেলাওতের সহিত আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব। মোহতারম আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ সালানা জলসার পবিত্র উদ্দেশ্যাবলী এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর জলসা উপলক্ষে হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) প্রেরিত পয়গাম পাঠ করিয়া শোনান রাবওয়া হইতে আগত মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব (নাজের ইসলাহ-ও-ইরশাদ, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া)। তারপর

উহার বাংলা তরজমা পাঠ করিয়া শোনান মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা। অতঃপর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করেন। তারপর দুররে সমীন হইতে সুললিত কণ্ঠে নজম পাঠ করেন মোহতারম চৌঃ শাব্বির আহমদ সাহেব। অতপর চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব ভিজির আলী সাহেব উপস্থিত সকল মেহমানদের উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা-ভাষণ দান করেন। অতঃপর 'আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব' বিষয়ের উপর এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব। তারপর মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব 'আল্লাহতায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম' বিষয়ের উপর একটি সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন যাহা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত অভিভূত হন। তারপর 'কুরআন করীম ও বিজ্ঞান' সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যবহুল বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া। অতঃপর করাচী হইতে আগত জনাব আবদুল আলীম ফারুক মেহতা সাহেব কালামে মাহমুদ হইতে একটি নজম পাঠ করিয়া শোনান। এই অধিবেশনের সর্বশেষ বক্তা মোহতারম আল-হাজ্জ চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব, (ওয়াকীলুল-মাল, তাহরীক জাদীদ, রাবওয়া) 'আহমদীয়া জামাতের দায়িত্ব' সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দান করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার সকাল ৯ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ ও মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সম্মিলিত তরবিয়তি ও সাংগঠনিক অধিবেশন জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম মীর্যা আব্দুল হক সাহেব। তেলাওত ও নজম পাঠের পর উভয় মজলিসের নাজেমে আ'লা এবং নায়েব সদর সাহেবান কতৃক যথাক্রমে আনসার ও খোদামের আহদনামা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মজলিসদ্বয়ের মোতামাদ সাহেবান বাৎসরিক কার্যবিবরণী পেশ করেন। অতঃপর মোহতারম আল্লামা আব্দুল মালেক খান সাহেব আনসার ও খোদ্দামের উদ্দেশ্যে একটি অতীব ঈমানউদ্দীপক ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিশ্রুত প্রধান্য বিস্তারের প্রেক্ষিতে তাহাদের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে বিশেষতঃ 'জিন্দেগী ওকফ' বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তেমনিভাবে আল-হাজ্জ চৌধুরী শাব্বীর আহমদ সাহেব এবং মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব তাঁহাদের সারগর্ভ ভাষণে সময়োচিত জরুরী নসিহত করেন। এ বৎসর উত্তম কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকারী মজলিসকে বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ হইতে একশত টাকা উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করা হইলে মরকজ হইতে আগত সম্মানিত বুজুর্গানের পক্ষ হইতে ব্যক্তিগতরূপে আরও দুই শত টাকা উহাতে সংযোগ করার কথা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর পৃথকভাবে উভয় মজলিসের ইজলাস অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে তাহাদের সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, মরকজী প্রতিনিধি মোহতারম শাব্বির আহমদ সাহেব (যিনি বিশ্ব কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর সদর হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের নিয়োজিত প্রতিনিধি হিসাবেও আগমন করিয়াছেন) সভাপতিত্বে ও নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লার নাজেমে আ'লা পদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর খাওয়া-দাওয়া ও নামাজের জন্য বিরতি দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরই ছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সূর্যগ্রহণ লাগার সময়। উল্লেখযোগ্য যে, তৃতীয় অধিবেশন চলাকালে কিছু-ক্ষণের জন্য বিরতি দিয়া সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সুন্নতে নবী (সাঃ) অনুযায়ী বাজামাত দুই রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ পড়ান এবং সুন্নত অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত খোৎবা দান করেন মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব। (ক্রমশঃ)

চট্টগ্রাম জামাতে কেন্দ্রীয় বুজুর্গানের কর্মতৎপরতা
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত
সুন্দরবন জামাতের সালানা জলসায় যোগদান

চট্টগ্রামে স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদে ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাদ নামাজে মাগরিব জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এক সমাবেশে মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ তবরিয়তী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যাতীত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিকাল সাড়ে চার ঘটিকা হইতে ৬ঘটিকা পযন্ত ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের মিলনায়তনে চট্টগ্রাম জামাতের উদ্যোগে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের সুধী সমাবেশে মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে মোহতারম আল্লামা আবদুল মালেক খান সাহেব 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। অতঃপর তিনি উপস্থিতবৃন্দের পক্ষ হইতে পেশকৃত বিভিন্ন প্রশ্নের অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে সুধীমণ্ডলীর তরফ হইতে স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মাধ্যমে বক্তব্যের প্রতি সন্তোষ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এবং সকলই অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্ময়াভিভূত হন। আল-হামদুলিল্লাহ।

২৩ ও ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৭তম সালনা জলসা আল্লাহতায়ালার ফজলে অসাধারণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মরকজ হইতে আগত বুজুর্গান উক্ত জলসায় যোগদান পূর্বক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। জলসার বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

উল্লেখযোগ্য, ১লা ও ২রা মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সুন্দরবন (খুলনা) জামাতের সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সম্মানিত বুজুর্গান মোহতারম আমীর সাহেব সহ ঢাকা হইতে ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রওয়ানা হইয়া সেখানে মঙ্গলমত পৌঁছিয়াছেন।

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

'মুসলেহ্ মওউদ' সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহার বিস্ময়কর কল্যাণময় প্রতিফলন

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণবর্ষী নবুয়ত ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা এবং দ্বীনে-ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের চির-উজ্জ্বল নিদর্শন—

আল্লাহতায়ালা তাঁহার মনোনীত নবীগণের সাহায্য ও সামর্থনে যে সকল বিস্ময়কর কল্যাণময় মো'জেযা ও অলৌকিক-ক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে গায়েব বা ভবিষ্যৎ-কালে সংঘটিতব্য কল্পনাতীত বিষয় ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে নজির বিহীন সুসংবাদ ও সতর্ককরণ মূলক ঐশী-ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও অন্যতম। ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহারা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও প্রতিকুল অবস্থায় অভীষ্ট ঘটনার বহু পূর্বে জ্ঞাত হইয়া দ্ব্যর্থহীণ ও জোরদার ভাষায় জগতে প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়া দেন যে, সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান খোদার পক্ষ হইতে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদের সত্যতার নিদর্শন হিসাবে অনেকের মৃত ঈমনকে সঞ্জীবিত ও সতেজ করিবে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা তাঁহার চিরাচরিত অমোঘ নিয়মটি তাঁহার প্রেরিতদের সত্যতার মাপকাঠি হিসাবে পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা ঃ

"আলেমুল গাইবে ফালা ইউজহেরু আলা গাইবিহি আহদান ইল্লা মানের্তাজা মিন রসুলিন।" (সুরা জিন ঃ২৭)

অর্থাৎ—"সকল গোপন বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহাকেও ভবিষ্যতের বাহুল গোপন রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞাত করেন না!"

অল্লাহতায়ালার উক্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আহাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণ-প্রাপ্ত দাস হযরত ইমাম মাহ্‌দী মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হিঃ চতুর্দশ পতাব্দীর শিরোভাগে ইসলামের তৎকালীন চরম দুর্দিনে উহার সঞ্জীবন ও সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন লাভের উদ্দেশ্যে ঐশী ইঙ্গিতে একটানা ৪০দিন যাবৎ আত্মনিবেদিত আরাধনা ও সকরুণ প্রার্থনায় নিয়োজিত থাকিয়া ১৮৮৬ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক অসাধারণ গুণ সম্পন্ন পুত্রের জন্মলাভ এবং তাঁহার দ্বারা জগতের প্রান্তে প্রান্তে দ্বীনে ইসলামের কার্যকরী প্রচার ও কুরআন শরীফ এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিরস্থায়ী ভিত্তি রচনা সম্পর্কিত এক সুদীর্ঘ ঐশী-সুসমাচার (এলহাম) লাভ করেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে উহা "পেশগোই মুসলেহ্ মওউদ" নামে সুখ্যাত। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"পরম কারুণিক, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পুর্বক বলিলেন ঃ

"আমি তোমাকে এক রহমতের নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোওয়াসমূহকে করুণা

সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহতায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিস সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীর অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি, এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর; এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র-সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধবী পুত্র তুমি লাভ করিবে; সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম অনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাহাকে পবিত্র আত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য যে আসমান হইতে আসে।

তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধি-মুক্ত করিবে। সে 'কলেমাতুল্লাহ' আল্লাহর বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সুক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও অধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ প্রিয় পুত্র।

"মাজহারুল আওয়ালে ওল আখেরে মাজহারুল হাক্কে ওল-উলা কায়ান্নাল্লাহা নাজালা মিনাস সামায়ে।"

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর এবং সত্যের বিকাশ-স্থল, উচ্চ, যেন আল্লাহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রুহ্ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির কারণ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধ লাভ করিবে। জাতি সমূহ তাহার নিকট হইতে অশিস ও কল্যাণ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে।"

(ইশতেহার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং সন ; তবলীগে রেসালত, প্রথম জেলদ)

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনের উক্ত ইলহামী ইশতেহারের শেষে এই জোরদার চ্যালেঞ্জেরও উল্লেখ রহিয়াছে :

"হে অস্বীকারীগণ এবং সত্যের বিরুদ্ধাচারীগণ ? যদি তোমরা আমার এই বান্দার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাক, যদি তোমরা সেই ফজল কৃপা ও কল্যাণকে স্বীকার করিতে না চাহ, যাহা আমরা আমাদের এই বান্দাকে দান করিয়াছি, তাহা হইলে উল্লিখিত 'রহমত ও করুণার নিদর্শন'-এর অনুরূপ তোমরাও নিজেদের সত্যতার কোন নিদর্শন পেশ করিয়া দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক।"

একদিকে অসাধারণ গুণ ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে জলদগম্ভীর ভাষায় সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং তার সঙ্গে জোরদার চ্যালেঞ্জ, আর অন্য দিকে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৮৮৯ইং সনের ১২ই জানুয়ারী তারিখে প্রতিশ্রুত পুত্র—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর জন্ম লাভ করা এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত সকল বিষয় অতি উজ্জ্বলরূপে তাঁহার অনন্য সাধারণ গুণ ও কৃতিত্বপূর্ণ ৫২ বৎসর কালীন সুদীর্ঘ খেলাফত জীবনে সংঘটিত হওয়া, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা সহ বিশ্ববিধাতা সর্বশক্তিমান সর্বশ্রোতা আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের এক অকাট্য প্রমাণ হিসাবে সারা বিশ্বের বুকে জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহণ করিতেছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন :

"জিস্ বাত কো কাহে কেহ্ করুঙ্গা ইয়ে ম্যাঁ জরুর।
টালতি নাহিঁ উও বাত খোদায়ী এহী তো হ্যা ॥

উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী কোন এক আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে বরং ইহা ইতিহাসে সুদূর বিস্তৃত বহুপূর্ব যুগ হইতে এসংক্রান্ত বহু ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ পরিণতি মাত্র। স্বয়ং হযরত খাতামান্নবীয়ীন মুহাম্মদ (সাঃ) চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর বিবাহ করা ও বিশিষ্ট সন্তান লাভ করা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ হইবে। যথা :

"ইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহু।" (মিশকাত, বাবু নুজুলে ঈসা)

অর্থাৎ—"প্রতিশ্রুত মসীহ বিবাহ করিবেন এবং তাঁহাকে (বিশিষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন) সন্তান দান করা হইবে।"

সুতরাং 'মসলেহ মওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্ত হাদিসকেও পূর্ণ করিতেছে এবং উহার কল্যাণময় প্রতিফলন হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর চিরস্থায়ী কল্যাণ-প্রবহমানতাকেই প্রতিপন্ন করিতেছে।

হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) এ প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন : "ইহা শুধু একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নহে বরং এক মহান ও মর্যাদাপূর্ণ আসমানী নিদর্শনও বটে, যাহা আল্লাহতায়ালা আমাদের নবী করীম রউফ ও রহীম মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সত্যতা, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে প্রদর্শন করিয়াছেন।" (ইশতেহার, ২২শে মার্চ ১৮৮৬ইং)

—মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আ'লাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane - Ahmadiyya
4 Bakshibazar Road, Dacca - 1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor